25 MAY 1987
তারিখ 25 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ঋণ প্রকল্প

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রকে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ঋণ প্রকল্পের বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে জানা গেছে। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীরা এ ঋণ পরিশোধের সুযোগ পাবে বলে প্রকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে এটিও একটি বাস্তবসম্মত ও সময়োচিত পদক্ষেপ এ জন্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারই তাদের মেধাবী সন্তানকে অর্থাভাবে বেশীদূর পড়ালেখা করাতে পারেন না। যেসব তাদের কঠোর দৃঢ় সংকল্পে অটল থেকে টিউশনি, লজিং ইত্যাদি পথ অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। কষ্টের বদৌলতে মানুষের যত মানুষ হতে সচেষ্ট হয় তারা। আর আমাদের আর্থ সামাজিক কাঠামোই এমন যে, এখানে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান পূরণের ব্যবস্থা যেখানে সুদূর পরাহত সেখানে জীবন জীবিকার সন্ধানে অনেককে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে কোন মতে দু'মুঠো অন্নের সংস্থানেই সময় ব্যয় করতে হয়। তদুপরি সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় নিশ্চিত করে চূড়ান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তো চিন্তা করাই দায় হয়ে পড়ে।

গোবরে পদ্মফুল বলে আখ্যা দেয়া হয় তা বিকশিত হবার পূর্বেই ঝরে যায় অকালে। এমনি পথ ফুলকে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে 'শিক্ষা ঋণ প্রকল্প' নিঃসন্দেহে আর এ জন্যই সরকারের বিবেচনাধীন এ সিদ্ধান্তটির যথাযথ বাস্তবায়ন আশু কাম্য। এ প্রকল্প নিশ্চিতভাবেই যে এ দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জীবনে আশার আলোরূপেই প্রতিভাত হবে তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষার অমিয়সুধা আহরণে তারা পাবে আর্থিক নিশ্চয়তা। প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নে তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ চিন্তা অভিনন্দন পাবার দাবী রাখে। তবে এ প্রকল্প চালু করে মাঝ পথে বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে এ প্রকল্পে ঋণের টাকা শুধু পয়সাওয়ালাদের সন্তানদেরই সুযোগ না বাড়িয়ে দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রকৃত দরিদ্র ছাত্ররা এ ঋণের সুফল পাবার পরিবর্তে যদি স্বচ্ছল পরিবারের কেউ এ ঋণ পায় তাহলে এর যথার্থ কার্যকারিতা দুরূহ হয়ে প্রকল্পের সার্থকতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই কোনভাবেই যেন এই 'শিক্ষা ঋণ প্রকল্প' তার উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রকল্প আশার আলো বয়ে আনুক এটি সকলেরই প্রত্যাশা।

—শামসুল করীম খোকন